BDwbqb `‡hvM SwK nvm Kg cwiKíbv

Union Disaster Risk Reduction Action Plan

BDwbqb t Kwjqvnwici

উপজেলা ঃ সিরাজগঞ্জ সদর, জেলা ঃ সিরাজগঞ্জ

cbq‡b

ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি, কালিয়াহরিপুর, সিরাজগঞ্জ

gLeÜ

বিশ্বের মানচিত্রে বাংলাদেশ একটি দুর্যোগ প্রবন দেশ হিসেবে পরিচিত। ভৌগোলিক অবস্থান ও আবহাওয়ার কারণে স্থান ভেদে এ দেশে প্রতি বছর বন্যা, ঘূর্নিঝড়, খরা টর্নেডো জলোচ্ছাস, কালবৈশাখীর মত নানা ধরণের প্রাকৃতিক দুর্যোগ আঘাত হানে। অবস্থান গত কারনে ভুমিকম্প এদেশের জন্য একটি আপদ, অন্যদিকে নদীমাতৃক দেশ হওয়ায় প্রায় প্রতি বছর নদী ভাঙ্গনের কারনে প্রতিনিয়ত লাখ লাখ মানুষ নিঃস্ব হয়ে পড়েছে। এছাড়াও মানব সৃষ্ট বিভিন্ন আপদ মানব জীবনকে প্রতিনিয়ত আতঙ্ক গ্রস্থ করে রাখে। এ সমস্ত আপদের প্রভাবে সহায় সম্পদ সহ জান মালের ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয়। এর ফলে শুধু মাত্র যে জনগোষ্ঠি ক্ষতিগ্রস্থ হয় তা নয়। জাতীয় সম্পদ ও অর্থনীতিতে ব্যাপক ভাবে এর প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

কালিয়ারিপুর ইউনিয়নটি সিরাজগঞ্জ জেলার সদর উপজেলার যমুনা নদীর চরাঞ্চলে নদী ভাঙ্গন কবলিত একটি ইউনিয়ন। এই ইউনিয়নের দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস করণের লক্ষে ২০০৭ সালে সিডিএমপি-এর সহযোগীতায় একটি দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস কর্মপরিকল্পনা প্রনয়ণ করা হয়। সম্প্রতি গণ কল্যাণ সংস্থ্যা -জিকেএস এর ডিপিকো-৬ প্রকল্পের সহযোগীতায় সিডিএমপির ফাষ্ট ফেইজে প্রনীত দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস কর্ম পরিকল্পনাটি ইউনিয়ন দুর্য়োগ ব্যবস্থানপা কমিটির সকল সদস্যের মত বিনিময়ের মাধ্যমে বিগত ২১/০৯/২০১১ ইং তারিখে হালনাগাদ করা হয়। ঝুঁকি নিরসন কর্মপরিকল্পনায় স্থানীয় সম্পদ সমূহ চিহ্নিত করে ঝূঁকি নিরসনের জন্য ইউনিয়ন পর্যায়ে দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা প্রনয়ন করা হয়েছে। ইতিমধ্যে উক্ত পরিকল্পনার কয়েকটি কার্যক্রম বাস্তবায়ন হওয়ায় বিগত ১২ এপ্রিল ২০১২ তারিখে আবার কালিয়াহরিপুর ইউনিয়ন দুর্য়োগ ব্যবস্থানপা কমিটির সকল সদস্যের সক্রিয় অংশগ্রহনে দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস কর্ম পরিকল্পনাটি সংশোধন করে হালনাগাদ করা হয়। সরকারী বিভিন্ন সেবা প্রদানকারী সংস্থা, স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক এনজিও ও অন্যান্য বেসরকারী সংস্থার সহায়তায় প্রনয়ণকৃত কর্মপরিকল্পনা স্থানীয় ঝুঁকি হ্রাসে সুদুর প্রসারী অবদান রাখতে পারবে বলে ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি মনে করে। কর্মপরিকল্পনাটি প্রনয়ণে স্থানীয় জনগোষ্ঠি নারী ,বৃদ্ধ ও প্রতিবন্ধীদের প্রতিনিধি গ্রাম দুয়োর্গ ব্যবস্থাপনা কমিটি ও ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যবৃন্দ সরাসরি সম্পৃক্ত ছিলেন। কালিয়াহরিপুর ইউনিয়নের ঝুঁকি হ্রাস কল্পে প্রনীত কর্ম পরিকল্পনায় বিভিন্ন কর্মকান্ড সমূহ প্রাধান্য লাভ করেছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে বসতভিটা উঁচু করন, বাঁধ নির্মান, ড্রেজিং করে নদীর গতিপথ পরিবর্তন, বৃক্ষরোপন, রাস্তা নির্মাণ, নলকুপ স্থাপন,পায়খানা স্থাপন ও দুর্যোগ জনগোষ্ঠির সক্ষমতা বৃদ্ধি ইত্যাদি কাজ বাস্তবায়িত হলে দুর্যোগে স্থানীয় ঝুঁকি সমূহ অনেকাংশে হ্রাস পাবে এবং জনগনের জীবন ও সহায় সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতির পরিমান কমিয়ে আনা সম্ভব হবে বলে দৃঢ় বিশ্বাস। অত্র পরিকল্পনাটি হাল নাগাদ করনে ইউরোপিয়ান কমিশন, কনসার্ন ওয়ার্ল্ডওয়াইল্ড, জিকেএস, এমএমএস, এনডিপি, শার্প ও অন্য যে সকল এনজিও এবং সরবারী বেসরকারী সংস্থা ও ব্যাক্তিবর্গ সক্রিয় অংশ গ্রহণ ও পরামর্শ প্রদান করেছেন তাদেরকে আমি আন্তরিক ভাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

মোঃ মিজানুর রহমান

সভাপতি
ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি,
কালিয়াহরিপুর ইউনিয়ন

mPxcÎ

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
১	ভূমিকা	০৪
২	সিআরএ এর উদ্দেশ্য	০৫
৩	পরিভ্রমন	০৬
৪	আপদ নিরুপন	০৭
৫	বিপদাপন্নতা চিহ্নিতকরণ	০৮
৬	অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ঝুঁকির বিবরণ	১২
৭	অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ঝুঁকি নিরসনের উপায়	১৬
৮	ঝুঁকি ও সম্পদের মানচিত্র	১৯
৯	দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস কর্ম পরিকল্পনা	২০
১০	দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস কর্ম পরিকল্পনার হালনাগাদ প্রতিবেদন	৩১
১১	উপসংহার	৩৩
১২	দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস কর্ম পরিকল্পনার হালনাগাদ করণ ফর্ম	৩৪

fwgKv

কালিয়া হরিপুর ইউনিয়ন সিরাজগঞ্জ সদর উজেলার যমুনা নদীর তীরে অবস্থিত। কালিয়া হরিপুর ইউনিয়ন যমুনা নদীর তীরে হওয়ায় এর অংশ বিশেষ এলাকা চরাঞ্চল নিয়ে গঠিত। কালিয়া হরিপুর ইউনিয়নের উত্তরে কাওয়াকোলা ইউনিয়ন ও সিরাজগঞ্জ পৌরসভা। পশ্চিমে শিয়ালকোল ইউনিয়ন দক্ষিণে সয়দাবাদ ও ঝাঐল ইউনিয়ন এবং পুর্বে যমুনা নদী অবস্থিত। কালিয়া হরিপুর ইউনিয়নেরর পুর্বাঞ্চল চরাঞ্চলে হওয়ায় স্থানীয় অধিবাসীদের এখনও যাতায়াতের জন্য পায়ে হাটাই একমাত্র মাধ্যম। পাশাপাশি বর্ষা মৌসুমে চর এলাকার সম্পুর্নই প্লাবিত হওয়ার কারনে নৌকাই হয় তখন একমাত্র যোগাযোগরে বাহন। যোগাযোগ ব্যবস্থা পিছিয়ে থাকার কারনে এ এলাকার মানুষ তাদের উৎপাদিত পন্যের সঠিক বাজার জাতকরনে ব্যর্থ হচ্ছে, প্রতিনিয়ত সে কারনে এ এলাকার অধিবাসীদের জীবন যাত্রার মান খুবই অনুন্নত।

wmAviG Gi D‡Ïk¨

বাংলাদেশ সরকারের খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয় দীর্ঘ সময় ধরে আমাদের দেশে দুর্যোগ কালীন এবং দুর্যোগ পরবর্তী ত্রান ও পুনবাসন কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। বর্তমানে খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়ের অধীনে স্থানীয় জনগোষ্ঠির দুর্যোগ ঝুঁকি নিরুপন ও নিরসন কল্পে একটি বহুমুখী কর্মপরিকল্পনা হাতে নিয়েছে। এ কমূসূচীর আওতায় প্রাকৃতিক পরিবেশগত এবং মানব সৃষ্ট আপদ সমুহের প্রভাব থেকে জনসাধারণ বিশেষ করে হত দরিদ্র জনগোষ্ঠির বিপদপন্নতাকে একটি প্রশমন যোগ্য এবং সহনীয় মানবিক পর্যায়ে নিয়ে আসা ও খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থার নিশ্চয়তা গ্রহনের উদ্যোগ নিয়েছে। যার ফলশ্রুতিতে সিরাজগঞ্জ জেলার সদর উপজেলার কালিয়াহরিপুর ইউনিয়নের দরিদ্র অসহায় মানুষের ঝুঁকি নিরুপনে এবং অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ঝুঁকি হ্রাসে কার্যকর পরিকল্পনা তৈরী করার প্রয়োজনে এই এলাকায় সিআরএ করা হয়।

cwiågb

ইউরোপিয়ান কমিশন এবং কনসার্ন ওয়ার্ল্ড ওয়াইড এর আর্থিক সহযোগীতায় গণ কল্যাণ সংস্থা- জিকেএস কর্তৃক বাস্তবায়িত ডিপিকো-৬ প্রকল্পের আওতায় সিরাজগঞ্জ সদর উপজেলার কালিয়া হরিপুর ইউনিয়নটি প্ররিভ্রমন করা হয় । পরিভ্রমনের সময় গ্রামের সাধারণ মানুষের সাথে কথা বলে এবং গ্রামগুলি ঘুরে ফিরে দেখে যে সকল তথ্য পাওয়া যায় তা নিম্নে বর্ণনা করা হলোঃ

mvaviY Z_¨

১. ইউনিয়ন ঃ কালিয়াহরিপুর, উপজেলাঃ সিরাজগঞ্জ সদর, জেলা-সিরাজগঞ্জ ।

২. ইউনিয়নের অবস্থানঃ কালিয়া হরিপুর ইউনিয়নের পূর্বে যমুনা নদী, উত্তরে কাওয়াকোলা ইউনিয়ন, ও সিরাজগঞ্জ পৌরসভা, দক্ষিনে সায়দাবাদ ও ঝাঐল ইউনিয়ন এবং পশ্চিমে শিয়ালকোল ইউনিয়ন অবস্থিত ।

৩. ইউনিয়নের আয়তনঃ- এই ইউনিয়নের মোট আয়তন ২৬.৯৪ বর্গ কিলো মিটার ।

৪. জনসংখ্যাঃ- এই ইউনিয়নের মোট জনসংখ্যা ৪৩,৯৭২ জন, এর মধ্যে পুরুষ ২৩,০৯৬ জন, মহিলা ২০,৮৭৬ জন ।

৫. পরিবার/খানা সংখ্যাঃ কালিয়া হরিপুর ইউনিয়নে মোট পরিবারের সংখ্যা ৮৭৭১ টি ।

৬. মাটির প্রকৃতিঃ- কালিয়া হরিপুর ইউনিয়নের মাটি সাধারণত বালি ও বালি দো-আঁশ ।

৭. জীবিকাঃ- এই ইউনিয়নের মানুষ সাধারণত কুষি, দিনমজুর, চাকুরী, তাঁতশ্রমিক, তাঁত ব্যবসায়ী, ক্ষুদ্র ব্যবসা , জেলে, রিক্সা- ভ্যান চালিয়ে জীবিকা নির্বাহ করে ।

৮. যোগযোগের ব্যবস্থাঃ- এই ইউনিয়নে তেমন কোন ভাল রাস্তা নেই, বিশেষ করে তারা পায়ে হেটে এবং নৌকায় চলাচল করে ।

৯. কৃষি ও খাদ্যঃ- ধান, পাট, গম, সরিষা ভুট্টা, তিল, কাউন, বাদাম সহ বিভিন্ন শাক সবজির চাষ হয় ।

১০. পশু পালনঃ- গরু ছাগল, ভেড়া, হাঁস-মুরগী, কবুতর, ইত্যাদি পালন করে ।

১১. পানির উৎসঃ- কালিয়া হরিপুর ইউনিয়নের মানুষের পানির একমাত্র উৎস হলো নলকুপ, তবে বন্যার সময় অনেকেই বন্যার পানি ব্যবহার করে ।

১২. স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানাঃ- এই ইউনিয়নের মানুষ ৯৮% অস্বাস্থ্যকর ও ঝুলন্ত পায়খানা ব্যবহার করে । বন্যার সময় ৮৫% পায়খানা ডুবে যায় ।

১৩. ঘরবাড়ির অবস্থা:- এই ইউনিয়নে ইটের পাকা বাড়ীর সংখ্যা খুবই কম । অধিকাংশ বাড়ী টিন ও ছনের বেড়া দিয়ে তৈরী ।

১৪. মৎসা চাষঃ-এই ইউনিয়নে মাছ চাষের কোন পুকুর নাই । জেলেরা যমুনা নদীতে মাছ শিকার করে । তবে বন্যার পানি নিচু জমিতে বা ডোবায় ঢুকলে অস্থায়ীভাবে মাছ চাষ করে ।

Avc` wbiæcb

ক্রমিক নং	বর্তমান		জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে কোন ধরনের আপদ হতে পারে	
	আপদ	অগ্রাধিকার	আপদ	অগ্রাধিকার
১.	বন্যা	১	অসময়ে বৃষ্টি	১
২.	খড়া	৩	তাপ বৃদ্ধি	৩
৩.	নদীভাঙ্গন	২	বড় ভূমিকম্প	৪
৪.	অতিবৃষ্টি	৪	হঠাৎ ঘনকুয়াশা	২
৫.	ঝড়/তুফান	৫		
৬.	শিলাবৃষ্টি	৬		
৭.	শৈত্য প্রবাহ	৭		
৮.	অগ্নীকান্ড	৮		

wec`vcbZv wPwýZKib

জনগনের অংশ গ্রহণ ও মতামতের মাধ্যমে উক্ত গ্রামের আপদের কারনে যে যে সমস্যা হয় এবং উক্ত সমস্যার কারন সমুহ চিহ্নিত করা হয় ।

ক্রমিক নং	আপদ	আপদের কারনে কি কি সমস্যা হয়	সমস্যার কারন	অগ্রাধিকার
০১.	বন্যা	যাতায়াত করা যায় না	রাস্তাঘাট নীচু ডুবে যায়	২
		হাট- বাজার যাওয়া যায় না	নৌকা নাই	১১
		বসত ভিটায় থাকা যায় না	বসতভিটা নিচ, ডুবে যায়	১
		রাস্তাঘাট ভেঙ্গে যায়	রাস্তার দুই পার্শ্বে ঘাস ও গাছ নাই	১০
		পায়খানা প্রসাব করা যায় না	পায়খানা নিচু ডুবে যায়	৩
		স্কুলে যেতে পারে না	স্কুল আশ্রয় কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার হয়, নিচু ডুবে যায় বন্ধ থাকে ।	৬
		আশ্রয় কেন্দ্র জায়গা পাওয়া যায় না পয় নিষ্কাশনের ব্যবস্থা নাই ।	প্রয়োজনীয় আশ্রয় কেন্দ্র নাই, পায়খানা ও টিউবওয়েল নাই	৫
		ফসলের ক্ষতি হয়	আবাদী জমি নিচু ডুবে যায়	৮
		গর্ভবতী মা এর গর্ভ কালিন ও প্রসব কালিন সময়ে অসুবিধা হয়	প্রশিক্ষিত দক্ষ ধাত্রী নাই	৭
		প্রতিবন্ধী, বয়স্ক, শিশু ও নারীদের চলাফেরা পায়খানা প্রস্রাবে অসুবিধা হয় ।	পায়খানা ডুবে যায় বাড়ির মধ্যে পানি থাকে সহ যোগীতা করার মানুষ থাকে না ।	৯
		বিশুদ্ধ পানির অভাব	পানি বিশুদ্ধ করার পদ্ধতি জানা নাই টিউবওয়েল ডুবে যায়	১২
		রোগ ব্যাধি বেশী হয়	টিউবওয়েল ডুবে যায় নিরাপদ/ বিশুদ্ধ পানি পাওয়া যায় না ।	৪

ক্রমিক নং	আপদ	আপদের কারনে কি কি সমস্যা হয়	সমস্যার কারন	অগ্রাধিকার
		চুরি ডাকাতি বৃদ্ধি পায়	নিরাপত্তা ব্যবস্থা কমিটি নাই	৪
		আয় রোজগার বন্ধ হয়ে যায়	বিকল্প আয়ের ব্যবস্থা নাই	২২
		গবাদি পশু পালনে সমস্যা হয়	গবাদি পশু পালনের জায়গা/ ভিটা ডুবে যায়	২০
		সম্পদ ভেসে যায়	উদ্ধার কমিটি নাই	১৩
		গবাদি পশুর রোগ ব্যাধি বেশী হয় মারা যায়	পশু চিকিৎসক নাই	২১
০২.	নদীভাঙ্গন	মানুষ গৃহহীন হয়ে যায়	বসতভিটা নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যায় ।	১৫
		আবাদী জমি কমে যায়	আবাদী জমি নদী গর্ভে বিলীন হয়ে যায় ।	১৬
		গবাদি পশু ভেসে যায় অল্প দামে বিক্রী করতে হয়	গোয়ালঘর নদীগর্ভে ভেঙ্গে যায়,	১৮
		লেখাপড়া বন্ধ হয়ে যায়	স্কুল নদীগর্ভে ভেঙ্গে যায় ।	১৯
		সম্পদের ক্ষতি হয়	অর্জিত সম্পদ নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যায় ।	১৮
		খাদ্যের অভাব দেখা দেয়	ফসলী জমি নদী নদী গর্ভে ভেঙ্গে যায়, কাজ থাকে না ।	১৮
০৩.	খরা	ফসল পুড়ে যায়	অনাবৃষ্টি তাপ বেশী মাটিতে রস থাকে না	২৩
		টিউবয়েল ও শ্যালো মেশিনে পানি	পানির স্তর নীচে নেমে যায় টিউবওয়েল ও শ্যালো মেশিনের	২৪

		থাকে না	গভীরতা কম	২৫
		রোগ বালাই বেশি হয়	সচেতনতার অভাব	২৬
		কাজ করা যায় না	তাপমাত্রা বেশী	৩০
		হঠাৎ মৃত্যু হয়	তাপ সহ্য করতে পারে না ।	২৮
৪.	অতিবৃষ্টি	বসত ভিটা ধসে যায় ভেঙ্গে যায়	ভিটার স্পেপে গাছ ও ঘাস লাগানো নাই	১৭
		রান্নার সমস্যা হয়	জ্বালানী ভিজে যায় চুলায় পানি জমে ।	২৯
		কাজে বের হওয়া যায় না	বাইরে যাওয়া যায় না কাজ করা যায় না	৩১
		ফসলের ক্ষতি হয়	অকাল বন্যায় ফসল ডুবে যায়	২৭
		বীজতলা নষ্ট হয়	বীজতলা ডুবে যায়	৩৩
		গর্ভবতী মা, শিশু, ও প্রতিবন্ধীদের চলাফেরা ও পায়খানা প্রসাবে অসুবিধা হয়	বাইরে বের হতে পারে না ।	৩২
০৫.	ঝড়/তুফান	ঘর ভেঙ্গে যায়/ উড়ে যায়	ঘরের অবকাঠামো মজবুত নয়, পূর্ব প্রস্তুতি নাই	৩৪
		গাছপালা ভেঙ্গে যায় মানুষ মারা যায়	ঘর ও গাছ চাপা পড়ে	৩৪
		ফসলের ক্ষতি হয়	ঝড়ের বেগ সহ্য করতে পারে না	৩৯
৬.	শিলাবৃষ্টি	ফসল নষ্ট হয়	ফসলের মাথায় শিল পড়ে ঝরে যায়	৩৫
		গাছের ফল ও মুকুল নষ্ট হয়	ফল ও মুকুলে শীল পরে	৩৫

৭.	শৈত্য প্রবাহ	ফসল ও বীজতলা নষ্ট হয়	ঘন কুয়াশা এবং শীত বেশী	৩৬
		বৃদ্ধ, শিশু ও প্রতিবন্ধীর বেশী কষ্ট হয় মারা যায়	শীত বস্ত্রের ও সচেতনতার অভাব	৩৭
		রোগব্যাধি বাড়ে	সচেতনতার অভাব	৩৮
৮.	অগ্নিকান্ড	দলিল পত্র সহ সব সম্পদ পুড়ে যায়	উদ্ধার কমিটি নাই	৪০

AMwaKvi wfwË‡Z SwKi weeiY

ক্রমিক নং	সমস্যার কারন	সম্ভাব্য ঝুঁকি	অগ্রাধিকার
১.	বসতভিটা নিচু ডুবে যায়	২০০৭ সালের মত বন্যা হলে কালিয়া হরিপুর ইউনিয়নের ১৪২২টি নীচু বসতবাড়ী ডুবে যেতে পারে।	১
২.	রাস্তা নীচু ডুবে যায়,	২০০৭ সালের মত বন্যা হলে কালিয়াহরিপুর ইউনিয়নের ৪৮.৭৫ কি:মি: নিচু রাস্তা ডুবে ভেঙ্গে যেতে পারে।	৩
৩.	পায়খানা নিচু ডুবে যায়	২০০৭ সালের মত বন্যা হলে কালিয়া হরিপুর ইউনিয়নের ৯৭৯টি নীচু পায়খানা গুলি ডুবে বা ভেঙ্গে যেতে পারে।	২
৪.	টিউবওয়েল ডুবে যায় নিরাপদ পানি পাওয়া যায় না	২০০৭ সালের মত বন্যা হলে কারিয়া হরিপুর ইউনিয়নের ৭৯৭টি নীচু টিউবওয়েল গুলি ডুবে যেতে পারে।	৪
৫.	আশ্রয় কেন্দ্রে প্রয়োজনীয় পায়খানা ও টিউবওয়েল নাই	২০০৭ সালের মত বন্যা হলে কালিয়া হরিপুর ইউনিয়নের বন্যা কবলিত এলাকার মানুষ কলেরা ডায়রিয়া রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যেতে পারে।	৬
৬.	স্কুল আশ্রয় কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার হয়	২০০৭ সালেল মত বন্যা হলে কালিয়া হরিপুর ইউনিয়নের শিশুদের লেখা পড়া বন্ধ হয়ে যেতে পারে।	৬
৭.	প্রশিক্ষিত ধাত্রী নাই	দক্ষ ধাত্রীর অভাবে কালিয়া হরিপুর ইউনিয়নের গর্ভবর্তী মায়েদের প্রসব কালিন জটিলতা দেখা দিতে পাবে এবং মা ও শিশু মারা যেতে পারে।	৬
৮.	অবাদী জমি নীচু ডুবে যায়	২০০৭ সালের মত বন্যা হলে কালিয়া হরিপুর ইউনিয়নের নীচু জমির ফসল সম্পূর্ন নষ্ট হয়ে যেতে পারে।	৭
৯.	পায়খানা ডুবে যায় বাড়ীর মধ্যে পানি থাকে, সহযোগীতার	২০০৭ সালের মত বন্যা হলে কালিয়া হরিপুর ইউনিয়নের বৃদ্ধ প্রতিবন্ধী শিশু, ও গর্ভবতী মায়ের প্রসাব পায়খানার সমস্যা দেখা দিতে পারে।	১২

	মানুষ থাকে না		
১০.	রাস্তার দুই পাশে গাছ ও ঘাস নাই	২০০৭ সালের মত বন্যা হলে কালিয়া হরিপুর ইউনিয়নের নীচু রাস্তা গুলি ধ্বসে ভেঙ্গে যেতে পারে ।	
১১.	নৌকা নাই	২০০৭ সালের মত বন্যা হলে কালিয়া হরিপুর ইউনিয়নের লোকজনের হাট বাজারের যাতায়াতের সমস্যা দেখা দিতে পারে	৩
১২.	পানি বিশুদ্ধ করার পদ্ধতি জানা নাই	কালিয়া হরিপুর ইউনিয়নের মানুষ বিশুদ্ধ পানির অভাবে ডায়রিয়া, কলেরা, আমাশয়, রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যেতে পারে ।	১৫
১৩.	উদ্ধার কমিটি নাই	২০০৭ সালের মত বন্যা হলে কালিয়াপুর ইউনিয়নে উদ্ধার কমিটি না থাকায় নারী, শিশু, বৃদ্ধ ও প্রতিবন্ধী সহ মুল্যবান সম্পদ ভেসে যেতে পারে ।	৮
১৪.	বসত ভিটা নদী গর্ভে বিলীন হয়ে যায় বাঁধ নাই	নদী ভাঙ্গন অব্যাহত থাকলে কালিয়া হরিপুর ইউনিয়নের অধিকাংশ গ্রাম ৪/৫ বছরের মধ্যে বিলীন হয়ে যেতে পারে ।	৭
১৫.	আবাদী জমি নদী গর্ভে ভেঙ্গে যায়	নদী ভাঙ্গন অব্যাহত থাকলে কালিয়া হরিপুর ইউনিয়নের অধিকাংশ গ্রামের আবাদী জমি নদী গর্ভে ভেঙ্গে যেতে পারে ।	৭
১৬.	বসত ভিটার স্পেপে ঘাস এবং গাছ লাগানো নাই	২০০৭ সালের মত অতিবৃষ্টি হলে কালিয়া হরিপুর ইউনিয়নের বসতভিটা ধসে/ভেঙ্গে যেতে পারে ।	১৬
১৭.	অর্জিত সম্পদ নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যায়	নদী ভাঙ্গনের ফলে অীর্জত সম্পদ বিলীন হয়ে কালিয়া হরিপুর ইউনিয়নে অভাব দেখা দিতে পারে ।	৭
১৮.	স্কুল নদীগর্ভে ভেঙ্গে যায়	স্কুল নদীগর্ভে ভেঙ্গে গেলে কালিয়া হরিপুর ইউনিয়নের শিশুদের লেখাপড়া বন্ধ হয়ে যেতে পারে ।	৭
১৯.	গবাদি পশু পালনের জায়গা/ভিটা ডুবে যায়	২০০৭ সালের মত বন্যা হলে কালিয়াহরিপুর ইউনিয়নের গবাদি পশু অল্প দামে বিক্রী করতে হতে পারে ।	১

AMwaKvi wfwË‡Z SwKi weeiY

ক্রমিক নং	সমস্যার কারন	সম্ভাব্য ঝুঁকি	অগ্রাধিকার
২০.	পশু চিকিৎসক নাই	কালিয়া হরিপুর ইউনিয়নে পশু চিকিৎসক না থাকায় তড়কা, গলাফুলা, বাদলা খুরা ও কলেরা রোগে আক্রান্ত হয়ে গবাদি পশু মারা যেতে পারে ।	১২
২১.	বিকল্প আয়ের ব্যবস্থা নাই	২০০৭ সালের মত বন্যা হলে কালিয়াহরিপুর ইউনিয়নের নিম্ন আয়ের মানুষের আয় রোজগার বন্ধ হয়ে যেতে পারে ।	১১
২২.	অনাবৃষ্টি, তাপ বেশী মাটিতে রস থাকে না	২০০৮ সালের মত খরা হলে কালিয়া হরিপুর ইউনিয়নের আবাদী জমির ৪০% উৎপাদন কম হতে পারে ।	১৭
২৩.	পানির স্তর নীচে নেমে যায়	২০০৮ সালের মত খরা হলে কালিয়া হরিপুর ইউনিয়নের আবাদী জমির ৪০% উৎপাদন কম হতে পারে ।	১৮
২৪.	ফসলের জমিতে পানি জমে অকাল বন্যায় ডুবে যায়	২০০৭ সালের মত অতিবৃষ্টি হলে অধিকাংশ জমি পতিত থাকতে পারে ।	১৩
২৫.	সচেতনতার অভাব	২০০৮ সালের মত খরা হলে বৃদ্ধ ও শিশু বসন্ত, কলেরা ও ডায়রিয়া রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যেতে পারে ।	১৪
২৬.	আবাদী জমি নীচু ডুবে যায়	২০০৭ সালের মত বন্যা হলে অধিকাংশ জমির ফসল নষ্ট হতে পারে ।	৯
২৭.	জ্বালানী ভিজে যায়, চুলায় পানি জমে	২০০৭ সালের মত অতি বৃষ্টি হলে কালিয়া হরিপুর ইউনিয়নের মানুষকে রান্নার অভাবে ২/১ বেলা না খেয়ে থাকতে হতে পারে ।	২৩
২৮.	তাপমাত্রা বেশী	২০০৮ সালের মত খরা হলে কালিয়া হরিপুর ইউনিয়নের নিম্ন আয়ের মানুষের আয় রোজগার বন্ধ হয়ে যেতে পারে ।	১১

ক্রমিক নং	সমস্যার কারন	সম্ভাব্য ঝঁকি	অগ্রাধিকার
২৯.	বাইরে বের হতে পারে না কাজ পাওয়া যায় না	২০০৭ সালের মত অতিবৃষ্টি হলে নিম্ন আয়ের মানুষের আয় রোজগার বন্ধ হয়ে যেতে পারে ।	১১
৩০.	বীজতলা ডুবে যায়	২০০৭ সালের মত অতিবৃষ্টি হলে কালিয়া হরিপুর ইউনিয়নের ৫০% আবাদী জমি পতিত থাকতে পারে ।	৯
৩১.	ঘরের অবকাঠামো দূর্বল এবং পূর্ব প্রস্তুতি নাই	২০০৯ সালের মত ঝড় হলে কালিয়া হরিপুর ইউনিয়নের দুর্বল ঘরবাড়ি উড়ে/ভেঙ্গে যেতে পারে ।	২০
৩২.	ফল ও ফসলের মাথায় শীল পড়ে	২০০৯ সালেল মত শীলাবৃষ্টি হলে ৫০% ফসল ও ফলের উৎপাদন কম হতে পারে ।	২১
৩৩.	ঘন কুয়াশা এবং শীত বেশী	২০০৯ সালের মত শৈত্যপ্রবাহ হলে ৪০% ফলন কম হতে পারে ।	২১
৩৪.	সচেতনতার অভাব	২০০৯ সালের মত শৈত্য প্রবাহ ও ঘন কুয়াশা হলে বৃদ্ধ, শিশু ও প্রতিবন্ধীসহ মানুষের রোগ বৃদ্ধি পেতে পারে এবং মারা যেতে পারে	১৫
৩৫.	ঝড়ের বেগ সহ্য করতে পারে না	২০০৮ সালেল মত ঝড় হলে কালিয়া হরিপুর ইউনিয়নের ৩০% ফসলের ফলন কম হতে পারে ।	১৯
৩৬.	উদ্ধার কমিটি নাই	আগুনে পুড়ে আর্জিত সমস্ত সম্পদ ছাই হয়ে যেতে পারে ।	২৬
৩৭.	নিরাপত্তা কমিটি নাই	কালিয়া হরিপুর ইউনিয়নে নিরাপত্তা কমিটি না থাকায় গবাদি পশু সহ মুল্যবান সম্পদ চুরি /ডাকাতি হতে পারে ।	২৩

AMwaKvi wfwË‡Z SwK wbim‡bi Dcvq

Kwjqv nwici BDwbq‡bi AMwaKvi wfwË‡Z SwK wbim‡bi Dcvq wbgiæct

ক্রমিক নং	অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ঝুঁকির বিবরণ	ঝুঁকি নিরসনের উপায়	মন্তব্য
১.	২০০৭ সালের মত বন্যা হলে কালিয়া হরিপুর ইউনিয়নের ১৪২২টি নীচু বসত বাড়ি ডুবে যেতে পারে।	কালিয়া হরিপুর ইউনিয়নের ১৪২২টি নীচু বসত ভিটা ২০০৭ সালের বন্যার চেয়ে ২ ফুট উচু করতে হবে	
২.	২০০৭ সালের মত বন্যা হলে কালিয়া হরিপুর ইউনিয়নের ৯৭৯টি নীচু পায়খানা ডুবে যেতে পারে।	কালিয়া হরিপুর ইউনিয়নের ৯৭৯টি নিচু পায়খানা উচুস্থানে স্বাস্থ্য সম্মত ভাবে স্থাপন করতে হবে এবং শিশু বৃদ্ধ ও প্রতিবন্ধীদের ব্যবহার উপযোগী হতে হবে	
৩.	২০০৭ সালের মত বন্যা হলে কালিয়া হরিপুর ইউনিয়নের ৪৮.৭৫ কি:মি: রাস্তা ডুবে ভেঙ্গে যেতে পারে।	কালিয়া হরিপুর ইউনিয়নের ৪৮.৭৫ কি:মি: নীচু রাস্তা ২০০৭ সালের বন্যার চেয়ে ২ ফুট উঁচু করতে হবে এবং দুই পার্শ্বে গাছ ও ঘাস লাগাতে হবে	
৪.	২০০৭ সালের মত বন্যা হলে কালিয়া হরিপুর ইউনিয়নের ৭৯৭টি নীচু টিউবওয়েল গুলি ডুবে যেতে পারে।	কালিয়া হরিপুর ইউনিয়নের ৭৯৭টি নীচু টিউবওয়েল গুলি ২০০৭ সালের বন্যার চেয়ে ২ ফুট উচু স্থানে স্থাপন করতে হবে এবং গোড়া পাকা করতে হবে।	
৫.	দক্ষ ধাত্রীর অভাবে কালিয়া হরিপুর ইউনিয়নের গর্ভবতী মায়েদের প্রসব কালিন জটিলতা দেখা দিতে পারে এবং মা ও শিশু মারা যেতে পারে।	কালিয়া হরিপুর ইউনিয়নের প্রতি গ্রাম থেকে ৩/৪ জন করে ধাত্রীকে প্রশিক্ষন দিতে হবে এবং উপকরন দিতে হবে।	
৬.	২০০৭ সালের মত বন্যা হলে কালিয়া হরিপুর ইউনিয়নের শিশুদের লেখা পড়া বন্ধ হয়ে যেতে পারে।	কালিয়াহরিপর ইউনিয়নে প্রয়োজণীয় সংখ্যক আশ্রয় কেন্দ্র নির্মাণ করতে হবে	

ক্রমিক নং	অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ঝুঁকির বিবরণ	ঝুঁকি নিরসনের উপায়	মন্তব্য
৭.	নদী ভাঙ্গন অব্যাহত থাকলে কালিয়া হরিপুর ইউনিয়নের অধিকাংশ গ্রাম ৪/৫ বছরের মধ্যে নদী গর্ভে বিলীন হয়ে যেতে পারে ।	কালিয়া হরিপুর ইউনিয়নের উজানে নদী ভাঙ্গন রোধে বাঁধ নির্মাণ করতে হবে,ব্লক ফেলতে হবে এবং ড্রেজিং করে নদীর গতিপথ পরিবর্তন করতে হবে ।	
৮.	২০০৭ সালের মত বন্যা হলে কালিয়া হরিপুর ইউনিয়নে উদ্ধার কমিটি না থাকায় নারী, শিশু প্রতিবন্ধী ও বৃদ্ধসহ মুল্যবান সম্পদ ভেসে যেতে পারে ।	কালিয়া হরিপুর ইউনিয়নের প্রতিটি গ্রামে উদ্ধার কমিটি গঠন করতে হবে এবং তাদের প্রশিক্ষন ও উপকরন দিতে হবে ।	
৯.	২০০৭ সালের মত বন্যা হলে কালিয়া হরিপুর ইউনিয়নের নীচু জমির ফসল সম্পূর্ন নষ্ট হয়ে যেতে পাওে এবং খাদ্যের অভাব দিখা দিতে পারে ।	কালিয়া হরিপুর ইউনিয়নের আবাদী জমিতে বন্যা সহনশীল এবং আগাম জাতের ফসলের চাষ করতে হবে ।	
১০.	২০০৭ সালের মত বন্যা হলে কালিয়া হরিপুর ইউনিয়নের মানুষদের অনাহারে থাকতে হতে পারে ।	কালিয়া হরিপুর ইউনিয়নে বিকল্প কাজের ব্যবস্থা করতে হবে ও কুটির শিল্প স্থাপন করতে হবে ।	
১১.	কালিয়া হরিপুর ইউনিয়নে প্রয়োজনীয় সংখ্যক পশু ডাক্তার না থাকায় তড়কা, বাদলা ,গলাফুলা কলেরা রোগে আক্রান্ত হয়ে গবাদী পশু মারা যেতে পারে ।	কালিয়া হরিপুর ইউনিয়নের প্রতিটি গ্রামে ১জন করে পশু চিকিৎসককে প্রশিক্ষন দিতে হবে এবং উপকরন দিতে হবে ।	
১২.	২০০৮ সালের মত খরা হলে কারিয়া হরিপুর ইউনিয়রে বৃদ্ধ ও শিশু মারা যেতে পারে ।	কালিয়া হরিপুর ইউনিয়নে সপ্তাহে একবার প্রশিক্ষন প্রাপ্ত ডাক্তার বসাতে হবে ।	
১৩.	২০০৮ সালের মত খড়া হলে বৃদ্ধ শিশু সহ বসন্ত ,ডায়রিয়া, কলেরা রোগে আক্রান্ত হতে পারে ।	পরিবারের সচেতনতা বাড়াতে হবে ।	

ক্রমিক নং	অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ঝুঁকির বিবরণ	ঝুঁকি নিরসনের উপায়	মন্তব্য
১৪.	কালিয়া হরিপুর ইউনিয়নে বিশুদ্ধ পানির অভাবে অনেক মানুষ ডায়রিয়া, কলেরা ও আমাসয় রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যেতে পারে ।	কালিয়া হরিপুর ইউনিয়নে পানি বিশুদ্ধ করার বিষয়ে জনগনকে প্রশিক্ষণ দিতে হবে ।	
১৫.	২০০৭ সালের মত অতিবৃষ্টি হলে কালিয়া হরিপুর ইউণিয়নের অধিকাংশ বসত ভিটা ধ্বসে যেতে পারে ।	কালিয়া হরিপুর ইউনিয়নের বসত ভিটার চারপাশে গাছ ও ঘাস লাগাতে হবে ।	
১৬.	২০০৭ সালের মত খরা হলে কালিযা হরিপুরে ইউনিয়নের আবাদী জমির ফসল ৪০% উৎপাদন কম হতে পারে ।	কারিয়া হরিপুর ইউনিয়নে খরা সহনীয় জাতের ফসরের চাষ করতে হবে ।	
১৭.	২০০৮ সালের মত খরা হলে কালিয়া হরিপুর ইউনিয়নের শ্যালো মেশিন ও টিউবওয়েলে পানি ওঠা বন্ধ হয়ে যেতে পারে ।	কালিয়া হরিপুর ইউনিয়নের শ্যালো মেশিন এবং টিউবওয়েল এর গভীরতা বাড়াতে হবে ।	
১৮.	২০০৯ সালের মত ঝড় হলে কালিয়া হরিপুর ইউনিয়নের ৩০% ফসলের ফলন কম হতে পারে ।	কালিয়া হরিপুর ইউনিয়নে ঝড় সহনীয় ফসলের চাষ করতে হবে ।	
১৯.	২০০৯ সালের মত ঝড় হলে কালিয়া হরিপুর ইউনিয়নের গ্রামের দুর্বল ঘর পড়ে বা উড়ে যেতে পারে ।	কালিয়া হরিপুর ইউনিয়নের দুর্বল ঘর গুলো মজবুত করতে হবে ।	
২০	কালিয়া হরিপুর ইউনিয়নে নিরাপত্তা কমিটি না থাকায় গবাদী পশু সহ মুল্যবান সম্পদ চুরি/ ডাকাতি হতে পারে ।	কালিয়া হরিপুর ইউনিয়নে নিরাপত্তা কমিটি গঠন ও প্রশিক্ষন দিতে হবে ।	

Kwjqvnwici BDwbq‡bi Avc` I SwKi gvbwPÎ t

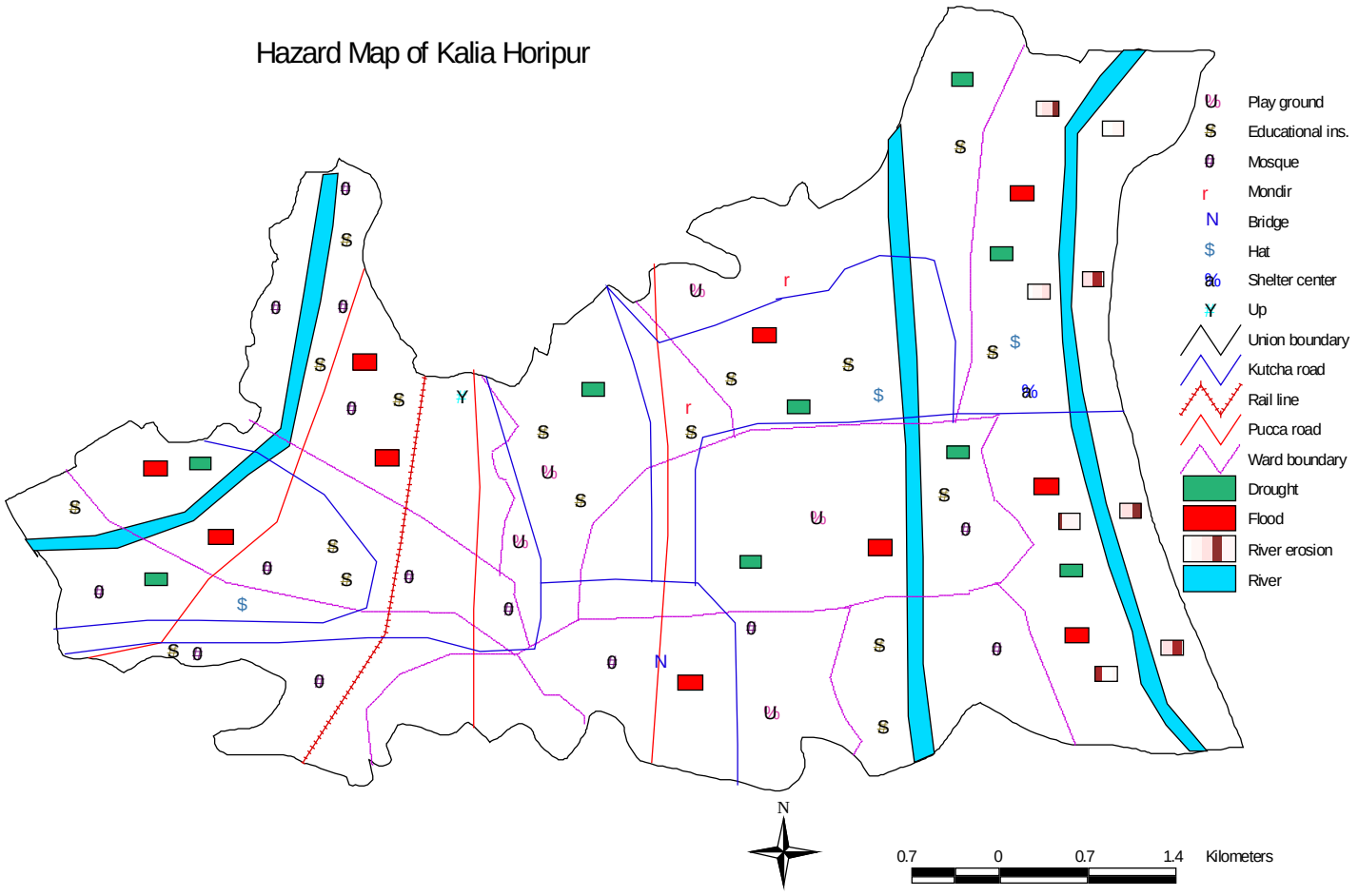

SwK nvm Kg cwiKíbv (Avi Avi G wc)

BDwbqb t Kwjqvnwici **Dc‡Rjv t wmivRMÄ m`i** **‡Rjv t wmivRMÄ**

ক্রমিক নং	স্থানীয় ভাবে বাস্তবায়নের উপায়	কে বা কারা করবে	কখন করবে	কিভাবে করবে	কোথায় করবে	আনুমানিক ব্যয়	বিবেচ্য বিষয়
১	বসত বাড়ী উচুঁ করন ১৪২২ টি	এনজিও, ইউনিয়ন পরিষদ	নভেম্বর-মার্চ (২০১১-২০১৩)	বিভিন্ন কর্মসূচী যেমন: কাবিখা, কাজের বিনিময়ে অর্থ ইত্যাদি	বেলুটিয়া- ১৮২, ছাতিয়ানতলী-৪৫০, পাইকপাড়া-২৭০, চর রামগাতি-১৬০,বিয়ারা-৫০, বড় পিয়ারী-১০০,বিয়ারা-৫০,সাপরী চর-৫০,মৌলভী পাড়া-১৫, সরকার পাড়া-১৫, কাজি পাড়া-১০, দীঘলকান্দি-০৫, চর বনবাড়ীয়া-১৫, ছোট পিয়ার-৫০	২,১৩,৩০,০০০	বন্যা লেভেলের চেয়ে ২ ফুট উচু এবং প্রতিবন্ধী ও প্রবীণদের উপযোগী করে করতে হবে
২	মাটির রাস্তা:মেরামত বেলুটিয়া- ৩.৫,ছাতিয়ানতলী-৪.৫, পাইকপাড়া-৩, চর রামগাতি-১ বন বাড়ীয়া-১, বড় পিয়ার-০১, বিয়ারা-.৫০,ছোট চাকুলি-১, বড় চাকুলি-১.৫০, বাড়া কান্দি-৩, দীঘল কান্দি৩.২৫, কান্দা পাড়া উত্তর-	এনজিও, কমিউনিটি, ইউনিয়ন পরিষদ, এলজিইডি	নভেম্বর-মার্চ (২০১১-২০১৩)	বিভিন্ন কর্মসূচী যেমন: কাবিখা, কাজের বিনিময়ে অর্থ ইত্যাদি	(বেলুটিয়া গ্রামের সাবরের বাড়ী খোয়াঘাট থেকে আশ্রয় কেন্দ্র হয়ে উত্তরে বে: স্কুল পর্যন্ত ১.৫কিমি, রশিদের বাড়ি হতে আশ্রয় কেন্দ্র হয়ে বারেক মোল্লার বাড়ি পর্যন্ত-২কিমি, ওয়াপদা থেকে পূর্নবাসন পর্যন্ত-১কিমি, বাজার থেকে উত্তর ওয়াপদা	৯৮,০০০০০	বন্যা লেভেলের চেয়ে ২ ফুট উচু করতে হবে

	৫, কান্দা পাড়া দক্ষিন-৬.৫০, কালিয়া গ্রামে-৫.৫০, রজব নগর-৩.৫০, কালিয়াহরিপুর-৩.৫০ চুনিয়া হাটি -১.৫০ কি:মি: মোট- ৪৮.৭৫ কি: মি:				পর্যন্ত-১.৫কিমি, বাঁশের পুল থেকে কবরস্থান পর্যন্ত-১কিমি, কালাচাঁদের বাড়ী হতে পূর্ব খাল পর্যন্ত এবং সাত্তারের বাড়ী থেকে হাফিজুলের শ্যালো পর্যন্ত-১কিমি, দেলারের বাড়ী থেকে জয়নালের বাড়ী পর্যন্ত-২কিমিএবং আনিছ মেম্বারের বাড়ী থেকে মোরগ্রাম মসজিদ পর্যন্ত -১কিমি, ছরানের বাড়ী থেকে সায়েমের বাড়ী -০.৫কিমিএবং শহিদুলের বাড়ী থেকে সুরুজ্জামানের বাড়ী পর্যন্ত ০.৫কিমি) মসলিম মেম্বারের বাড়ী থেকে ঠাকুর ট্যাক বাইপাস পর্যন্ত ১কি:মি: বন বাড়ীয়া গ্রামে, ইছাহাকের বাড়ী হতে আলহাজ্জ মাঝির বাড়ী পর্যন্ত ১ কি: মি: বড় পিয়ারী, সাইদুলের দোকান হতে আলমের দোকান পর্যন্ত ০.৫০ কি: মি: বিয়ারা, ছোট চাকুলী ঈদগাহ মাঠ হতে লতিফ		

					আমিনের বাড়ী পর্যন্ত ১ কি:মি: ছোট চাকুলী গ্রামে, বড় চাকুলী মাদ্রাসা হতে জামে মসজিদ হয়ে বক্কার মাষ্টারের বাড়ী পর্যন্ত ১.৫০ কি: মি: বড় চাকুলী গ্রামে, ইদুলের মিল হতে ইদ্রিস জো'যারদারের বাড়ী পর্যন্ত ১.৫০ কি:মি:, মুজা মোল্লার হতে সোনাউল্লার বাড়ী পর্যন্ত ১.৫০ কি:মি: বাড়া কান্দি গ্রামে, পশ্চিম পাড়া জামে মসজিদ হতে আনোয়ারের বাড়ী পর্যন্ত .৭৫ কি: মি:,মুনজুরের দোকান হতে ইমান মেম্বারের বাড়ী পর্যন্ত ১ কি:মি:, বাদল সাহার বাড়ী হতে ঈদগাহ মাঠ পর্যন্ত ১.৫০ কি:মি: দীঘল কান্দি গ্রামে, কাশেম মেম্বারের বাড়ী হতে মজিদ সরকারের বাড়ী পর্যন্ত ১ কি: মি:, তেলের মিল হতে চর কল্যানী কাটাখালী পর্যন্ত ১কি:মি:,সাহেবের বাড়ী হতে বাদশার দোকান পর্যন্ত ১.৫০ কি:মি:,বড় ক্লাব হতে জহিরের		

					বাড়ী পর্যন্ত ১.৫০কি:মি: কান্দা পাড়া উত্তর গ্রামে , কান্দা পাড়া পাকা রাস্তা থেকে মজিলের বাড়ী পর্যন্ত .৫০ কি:মি:,পাকা রাস্তা তালতলা থেকে মালেক মিস্ত্রিও বাড়ী পর্যন্ত ১ কি:মি:, ফরেস্ট অফিস থেকে আড়িয়া মোহন কাটাখালী পর্যন্ত ১.৫০ কি:মি:,কান্দা পাড়া উচ্চ বিদ্যালয় থেকে কাশেমের দোকান পর্যন্ত ১ কি:মি:, সামানের দোকান থেকে যতিনের দোকান পর্যন্ত ১ কি:মি: আশরাফুল উলুম মাদ্রাসা থেকে বড় বাড়ী মসজিদ পর্যন্ত ১.৫০ কি:মি: কান্দা পাড়া দক্ষিন গ্রামে । কালিয়া হাট খোলা হতে মহসিনের বাড়ী পর্যন্ত ১.৫০ কি:মি:, কালিয়া মাদ্রাসা হতে আলি হোসেনের বাড়ী পর্যন্ত ২ কি:মি: , ইদ্রিসের বাড়ী হতে মজিদ মেম্বারের বাড়ী পর্যন্ত .৫০ কি:মি: ,কালিয়া মাদ্রাসা হতে		

					বাবলু মাষ্টারের বাড়ী পর্যন্ত ১.৫০ কি:মি: কালিয়া গ্রামে, সোহরাবের বাড়ী হতে মোমিন মিলিটারির বাড়ী হয়ে রস্তমের বাড়ী পর্যন্ত ১ কি:মি:, কবরস্থান হতে মাহফুজারের বাড়ী পর্যন্ত .৫০ কি:মি: রজব নগর গ্রামে । কবরস্থান হতে মালেক মিয়ার মসজিদ পর্যন্ত ১.৫০ কি:মি:, কালিয়াহরি পুর কবরস্থান হতে চর হরিপুর কবরস্থান পর্যন্ত ২ কি:মি:,কালিয়াহরিপুর । রেল লাইন হতে চুনিয়াহাতি বাশির বাড়ীর ব্রীজ পর্যন্ত ১.৫০ কি:মি:, চুনিয়া হাটি গ্রামে । রজব নগর কবরস্থান হতে ভোলা মন্ডলের বাড়ী পর্যন্ত ২ কি:মি: রজব নগর গ্রামে		
৩	উঁচু বসতবাড়ী নলকুপ স্থাপন এবং গোড়া পাকা করন ৭৯৭ টি	এনজিও, ইউনিয়ন পরিষদ, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর	নভেম্বর-মার্চ (২০১১-২০১৩)	দক্ষ শ্রমিক দ্বারা	বেলুটিয়া-১৫০, ছাতিয়ানতলী-৩৫০, পাইকপাড়া-১৮০, চর রামগাতি-৭২ বড় পিয়ার-১৫, সাপরী -১০, কান্দা পাড়া দক্ষিন-২০	৭৯,৭০,০০০	বন্যা লেভেলের চেয়ে ২ ফুট উচু এবং প্রতিবন্ধী ও প্রবীণদের

							উপযোগী করে করতে হবে
৪	উঁচু স্থানে স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা স্থাপন ৯৭৯টি	এনজিও, ইউনিয়ন পরিষদ, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর	নভেম্বর-মার্চ (২০১১-২০১৩)	দক্ষ শ্রমিক দ্বারা	বেলুটিয়া-১৮২, ছাতিয়ানতলী-৪৫০, পাইকপাড়া-২৭০, চর রামগাতি-৫২, কান্দা পাড়া দক্ষিন-২৫	৪৮,৯৫,০০০	বন্যা লেভেলের চেয়ে ২ ফুট উচু এবং প্রতিবন্ধী ও প্রবীণদের উপযোগী করে করতে হবে
৫	**Avkq †K›` wnmv‡e e¨env‡ii Rb¨ ¯'j gvV DP Kib** (বেলুটিয়া বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, ছাতিয়ানতলী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, কল্যানী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, চর কল্যানী বে: সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়,কান্দা পাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, চর হরিপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, ০৬ টি	এনজিও, ইউনিয়ন পরিষদ	নভেম্বর-মার্চ (২০১১-২০১৩)	বিভিন্ন কর্মসূচী যেমন: কাবিখা, কাজের বিনিময়ে অর্থ ইত্যাদি	বেলুটিয়া-১, ছাতিয়ানতলী-১, কল্যানী -১, চর কল্যানী-১, কান্দা পাড়া১, চর হরিপুর-১	৬,০০০০০	বন্যা লেভেলের চেয়ে ২ ফুট উচু এবং প্রতিবন্ধী ও প্রবীণদের উপযোগী করে করতে হবে
৬	আশ্রয় কেন্দ্রে নলকুপ স্থাপন	এনজিও, ইউনিয়ন	নভেম্বর-মার্চ (২০১১-	দক্ষ শ্রমিক দ্বারা	বেলুটিয়া-২, পাইকপাড়া-২	৪০,০০০	বন্যা লেভেলের

	০৪ টি	পরিষদ, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর	২০১৩)				চেয়ে ২ ফুট উচু এবং প্রতিবন্ধী ও প্রবীণদের উপযোগী করে করতে হবে
৭	আশ্রয় কেন্দ্রে পায়খানা স্থাপন ০৪টি	এনজিও, ইউনিয়ন পরিষদ, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর	নভেম্বর-মার্চ (২০১১-২০১৩)	দক্ষ শ্রমিক দ্বারা	বেলুটিয়া-২, পাইকপাড়া-২	২০,০০০	বন্যা লেভেলের চেয়ে ২ ফুট উচু এবং প্রতিবন্ধী ও প্রবীণদের উপযোগী করে করতে হবে
৮	পূর্ব সংকেত প্রচার দল গঠন প্রশিক্ষন ও উপকরন বিতরন ৩০ জন	এনজিও, ইউনিয়ন পরিষদ,	মার্চ-এপ্রিল, ২০১২	গ্রামবাসীর সাথে আলোচনা এবং অভিজ্ঞ প্রশিক্ষক এর মাধ্যমে	বেলুটিয়া-১০ জন, ছাতিয়ানতলী-১০ জন,পাইকপাড়া-১০ জন	৩৭,৫০০	
৯	টিউবওয়েল এর গভীরতা বৃদ্ধি ৯০২ টি	কমিউনিটি, এনজিও, ইউনিয়ন পরিষদ	মার্চ-এপ্রিল (২০১২)	দক্ষ শ্রমিক দ্বারা	বেলুটিয়া-১৫০, ছাতিয়ানতলী-৪০০, পাইকপাড়া-২৮০, চর রামগাতি-৭২	১৮,০৪,০০০	
১০	শ্যালো মেশিনের গভীরতা বৃদ্ধি ৬৪ টি	কমিউনিটি, এনজিও,	মার্চ-এপ্রিল (২০১২)	দক্ষ শ্রমিক দ্বারা	বেলুটিয়া-১২, ছাতিয়ানতলী-৩৫, পাইকপাড়া-১০, চর রামগাতি-৭	১,৯২,০০০	

		ইউনিয়ন পরিষদ					
১১	উঁচু জায়গায় বীজ তলা তৈরী	কৃষি সম্প্রসারন অধিদপ্তর, এনজিও, কমিউনিটি, ইউনিয়ন পরিষদ,	আগষ্ট-সেপ্টেম্বর (২০১২-১৩)	কৃষি কর্মকর্তার সাথে পরামর্শ করে	বন্যা কবলিত গ্রামগুলোতে		
১২	ব্রীজ নির্মান ৫ টি	এনজিও, ইউনিয়ন পরিষদ; এলজিইডি	জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী (২০১২-১৩)	দক্ষ রাজমিস্ত্রি ও ইঞ্জিনিয়ারের মাধ্যমে	বেলুটিয়া-১, ছাতিয়ানতলী-২, পাইকপাড়া-১, চর রামগাতি-১	১,২৫,০০০০০	
১৩	ধাত্রী প্রশিক্ষণ ১০ জন	এনজিও, ইউনিয়ন পরিষদ	নভেম্বর-ডিসেম্বর (২০১১-২০১২)	স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর এর সাথে পরামর্শ করে	বেলুটিয়া-৩, ছাতিয়ানতলী-৩, চর রামগাতি-৪	২০,০০০	
১৪	ব্লকসহ স্পার নির্মান ৪ টি	পানি উন্নয়ন বোর্ড	নভেম্বর-জুন (২০১১-২০১৩)	এডিবি এর ফান্ডের মাধ্যমে	বেলুটিয়া-১, ছাতিয়ানতলী-১ পাইকপাড়া-১, চর রামগাতি-১		
১৫	কমিউনিটি ক্লিনিক স্থাপন ২ টি	স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, এনজিও, ইউনিয়ন পরিষদ	নভেম্বর-মার্চ (২০১২)	স্বাস্থ্য কর্মকর্তার সাথে পরামর্শ করে	বেলুটিয়া-১, পাইকপাড়া-১,	৩০,০০০০০	

১৬	পশু সম্পদ এবং প্রাথমিক স্বাস্থ্য বিষয়ে প্রশিক্ষন ৬ জন	প্রাণী সম্পদ অধিদপ্তর , এনজিও, ইউনিয়ন পরিষদ	নভেম্বর-মার্চ (২০১২)	প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তার সাথে পরামর্শ করে	বেলুটিয়া-৩, ছাতিয়ানতলী-৩,	১৮,০০০	
১৭	অনুসন্ধান ও উদ্ধার কমিটি গঠন এবং প্রশিক্ষণ ও উপকরন প্রদান ১০ জন	এনজিও, কমিউনিটি, ইউনিয়ন পরিষদ,	আগষ্ট-সেপ্টেম্বর (২০১১-১২)	দলীয় আলোচনা এবং দক্ষ প্রশিক্ষকের মাধ্যমে	ছাতিয়ানতলী-১০	১২,৫০০	
১৮	তাঁত ফ্যাক্টরীর ভিটা উঁচু করন ৫০ টি	এনজিও, ইউনিয়ন পরিষদ, নিজ উদ্যোগে	নভেম্বর-মার্চ (২০১১-২০১৩)	বিভিন্ন কর্মসূচী যেমন: কাবিখা, কাজের বিনিময়ে অর্থ ইত্যাদি	ছাতিয়ানতলী-৫০	২৫,০০০০০	
১৯	গ্রাম নিরাপত্তা কমিটি গঠন, প্রশিক্ষণ এবং উপকরনের ব্যবস্থা করন২০ জন	এনজিও, ইউনিয়ন পরিষদ,	মার্চ-এপ্রিল, ২০১২	গ্রামবাসীর সাথে আলোচনার মাধ্যমে	ছাতিয়ানতলী-২০	১২,০০০	
২০	বন্যা সহনশীল জাতের ধান চাষ	কৃষি সম্প্রসারন অধিদপ্তর, এনজিও, কমিউনিটি, ইউনিয়ন পরিষদ,	আগষ্ট-সেপ্টেম্বর (২০১২-১৩)	কৃষি কর্মকর্তার সাথে পরামর্শ করে	বন্যা কবলিত এবং খরা আক্রান্ত গ্রামগুলোতে		
২১	আশ্রয় কেন্দ্র নির্মান ৪ টি	এনজিও, ইউনিয়ন পরিষদ	নভেম্বর-মার্চ (২০১২-১৩)	দক্ষ রাজমিস্ত্রি ও ইঞ্জিনিয়ারের মাধ্যমে	ছাতিয়ানতলী-১, পাইকপাড়া-১, চর রামগাতি-১, বিয়ারা-০১টি	২০,০০০০০	

২২	রাস্তার ধারে বৃক্ষ রোপন ৪ কি: মি:	এনজিও, ইউনিয়ন পরিষ, ভিডিএমসি	জুন-জুলাই (২০১২-২০১৩)	বন ও কৃষি কর্মকর্তার সাথে পরামর্শ করে	পাইকপাড়া-৩, চর রামগাতি-১	২,০০০০০	
২৩	মাটির ক্ষয়রোধে বাড়ির চারপাশে বাঁশের পাইলিং তৈরী ৪২ টি বসত বাড়ি	কমিউনিটি	মার্চ-জুন (২০১২-২০১৩)	কমিউনিটি নিজ উদ্যোগে	চর রামগাতি-৪২	-	
২৪	জ্বালানী সংরক্ষন ১৮৫ টি পরিবার	কমিউনিটি	মার্চ-এপ্রিল (২০১২-২০১৩)	কমিউনিটি নিজ উদ্যোগে	চর রামগাতি-১৮৫		
২৫	কালভার্ট নির্মান ০৪টি	এনজিও, ইউনিয়ন পরিষদ; এলজিইডি	জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী (২০১২-১৩)	দক্ষ রাজমিস্ত্রি ও ইঞ্জিনিয়ারের মাধ্যমে	দীঘলকান্দি-০১ টি, কান্দাপাড়া-৩টি,	৪,০০০০০	
২৬	কবরস্থানে মাটি ভরাট ০৪ টি	এনজিও, ইউনিয়ন পরিষদ	নভেম্বর-মার্চ (২০১১-২০১৩)	বিভিন্ন কর্মসূচী যেমন: কাবিখা, কাজের বিনিময়ে অর্থ ইত্যাদি	বড় চাকুলি-০১টি, কান্দা পাড়া-০১টি, ছাতিয়ানতলী-১টি, কালিয়াহরিপুর-০১টি	৪,০০০০০	
২৭	‡Wb wbgvb ছাত্তারের বাড়ী হতে আমিনুলের বাড়ী পর্যন্ত .৫০ কি:মি:, পুর্ব পাড়া হতে হাকিম মাষ্টারের বাড়ী পর্যন্ত .৫০ কি:মি:	এনজিও, ইউনিয়ন পরিষদ; এলজিইডি	জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী (২০১২-১৩)	দক্ষ রাজমিস্ত্রি ও ইঞ্জিনিয়ারের মাধ্যমে	দীঘল কান্দি-.৫০ কি:মি:, কান্দাপাড়া-.৫০ কি:মি:	২,০০০০০	

	মোট- ১ কি:মি:						
২৮	ঈদ গা মাঠ উঁচু করন ০১ টি	এনজিও, ইউনিয়ন	নভেম্বর-মার্চ (২০১২-১৩)	বিভিন্ন কর্মসূচী যেমন: কাবিখা, কাজের বিনিময়ে অর্থ ইত্যাদি	কান্দাপাড়া দক্ষিন ০১ টি	৭০,০০০	বন্যা লেভেলের চেয়ে ২ ফুট উচু এবং প্রতিবন্ধী ও প্রবীণদের উপযোগী করে করতে হবে
২৯	মসজিদ উঁচু করন ০১ টি	এনজিও, ইউনিয়ন	নভেম্বর-মার্চ (২০১২-১৩)	বিভিন্ন কর্মসূচী যেমন: কাবিখা, কাজের বিনিময়ে অর্থ ইত্যাদি	কান্দাপাড়া দক্ষিন ০১ টি	৬০,০০০	
৩০	মন্দিও মাঠ উঁচু করন ০১ টি	এনজিও, ইউনিয়ন	নভেম্বর-মার্চ (২০১২-১৩)	বিভিন্ন কর্মসূচী যেমন: কাবিখা, কাজের বিনিময়ে অর্থ ইত্যাদি	কালিয়াহরিপুর -০১ টি	১,৫০,০০০	
৩১	ঘোনা পাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় মেরামত ০১ টি	এনজিও, ইউনিয়ন পরিষদ; এলজিইডি	জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী (২০১২-১৩)	দক্ষ রাজমিস্ত্রি ও ইঞ্জিনিয়ারের মাধ্যমে	পাইক পাড়া -০১ টি	১,০০০০০	
মোট						৬,৮৩,৩১,০০০	

`‡hvM SvK nvm KgcwiKíbv ev¯Íevq‡bi nvjbvMv` cwZ‡e`b

nvjbvMv` Ki‡Yi ZwiLt 12 Gwcj, 2012

µ. bs	Kvhµg	jÿgvÎv	ev¯Íevqb	ev¯Íevq‡b mnvqZvKvix ms¯v	gšÍe¨
১	বসত বাড়ী উচুঁ করন	১৪২২ টি	৮৪ টি	জিকেএ, এমএমএস ও নিজ উদ্দোগ	ডিপিাকো-৬ ও ভিটুআর প্রকল্প
২	উঁচু বসতবাড়ী নলকুপ স্থাপন এবং গোড়া পাকা করন	৭৯৭ টি	৩৭	নিজ উদ্দোগ	
৩	মাটির রাস্তা:মেরামত	বেলুটিয়া- ৩.৫,ছাতিয়ানতলী-৪.৫, পাইকপাড়া-৩, চর রামগাতি-১ বন বাড়ীয়া-১, বড় পিয়ার-০১, বিয়ারা-.৫০,ছোট চাকুলি-১, বড় চাকুলি-১.৫০, বাড়া কান্দি-৩, দীঘল কান্দি৩.২৫, কান্দা পাড়া উত্তর-৫, কান্দা পাড়া দক্ষিন-৬.৫০, কালিয়া গ্রামে-৫.৫০, রজব নগর-	ছাতিয়ানতলী-৫.৫ কিমি, পাইকপাড়া-৩ কিমি, রামগাতি-১ কিমি.	ইউনিয়ন পরিষদ	৪০ দিনের কর্মসূচী

		৩.৫০, কালিয়াহরিপুর-৩.৫০ চুনিয়া হাটি -১.৫০ কি:মি: মোট- ৪৮.৭৫ কি: মি:			
৪	টিউবওয়েল এর গভীরতা বৃদ্ধি	৯০২ টি	২৫ টি	নিজ উদ্ধোগ	
৫	উঁচু স্থানে স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা স্থাপন	৯৭৯টি	০৫ টি	নিজ উদ্ধোগ	
৬	তাঁত ফ্যাক্টরীর ভিটা উঁচু করন	৫০ টি	০৩ টি	নিজ উদ্ধোগ	
৭	টাস্কফোর্স কমিটি গঠন এবং প্রশিক্ষণ ও উপকরন প্রদান	৫০ জন	৬৪ জন	জিকেএস	ডিপিাকো-৬
৮	পশু সম্পদ এবং প্রাথমিক স্বাস্থ্য বিষয়ে প্রশিক্ষন	৬ জন	১০ জন	এমএমএস	ভিটুআর প্রকল্প
৯	ব্লকসহ স্পার নির্মান	৪ টি	০২ টি	পাউবি	
১০	মাটির ক্ষয়রোধে বাড়ির চারপাশে বাঁশের পাইলিং তৈরী	৪২ টি বসত বাড়ি	০১ টি	নিজ উদ্ধোগ	
১১	আশ্রয় কেন্দ্র নির্মান ও মেরামত	৪ টি	০১ টি	ইউনিয়ন পরিষদ	৪০ দিনের কর্মসূচি

Dcmsnvi

বাংলাদেশ একটি দুর্যোগ প্রবন দেশ, তম্মধ্যে সিরাজগঞ্জ জেলা অন্যতম। সিরাজগঞ্জ জেলার সদর উপজেলার কালিয়াহরিপুর ইউনিয়ন ভৌগলিক অবস্থানের কারনে প্রতি বছর বন্যা, খরা, নদী ভাঙ্গন, শৈত্য প্রবাহ ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগ দ্বারা আক্রান্ত হয়। যাহার ফলে ব্যাপক ফসল হানী অবকাঠামোগত ক্ষয়ক্ষতি বিভিন্ন ধরনের রোগের প্রাদুর্ভাব, জীবন হানী ও মানুষ কর্মহীন হয়ে পড়ে। ফলে এলাকার মানুষ দিন দিন দরিদ্র থেকে আরো দরিদ্র হয়ে যাচ্ছে। এ অবস্থায় গণ কল্যাণ সংস্থা- জিকেএস এর সহযোগিতায় ঝুঁকি নিরসন কর্ম পরিকল্পনা এলাকার মানুষের ঝুঁকি কিছুটা হলেও কমাতে সক্ষম হবে বলে অংশগ্রহন কারীরা আশাবাদ ব্যক্ত করে।

`‡hvM SwK nvm KgcwiKíbv ev¯Íevq‡bi nvjbvMv` Ki‡Yi Rb¨

nvjbvMv` dg

µ. bs	Kvhµg	j ÿ gvÎv	ev¯Íevqb	ZwiL	ev¯Íevq‡b mnvqZvKvix ms¯v	gšÍe¨

ক্র. নং	কার্যক্রম	লক্ষমাত্রা	বাস্তবায়ন	তারিখ	বাস্তবায়নে সহায়তাকারী সংস্থা	মন্তব্য

ক্র. নং	কার্যক্রম	লক্ষমাত্রা	বাস্তবায়ন	তারিখ	বাস্তবায়নে সহায়তাকারী সংস্থা	মন্তব্য